ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের

প্রথম শমূয়েল ২ অধ্যায় ২৭-৩৬ পদ

গত সপ্তাহে আমরা একদিকে শমূয়েলের ঈশ্বরভক্তি ও অন্যদিকে এলির সন্তান হফ্‌নি ও পীনহসের পাষণ্ডতার তুলনা দেখেছি। পিতা এলি যে তার সন্তানদের ঈশ্বর-বিরুদ্ধ আচার আচরণের বিষয় একেবারের অজ্ঞ ছিল, তা নয়। তাদের সেই সমস্ত মন্দ আচরণের কথা শুনেও এলি শক্ত হাতে তাদের শাসন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। আজ আমরা দেখতে চলেছি, এলির এই ব্যর্থতার প্রতি ঈশ্বর কী **বিচার** ঘোষণা করেছিলেন। ঈশ্বরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে **ন্যায়বিচার বা ধার্মিকতা** *(righteousness or justice)* একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বরের ন্যায়বিচার বলতে আমরা বুঝি, **ঈশ্বর সর্বদা যা সঠিক** *(right)* **তা সাধন করেন, এবং তিনি সঠিকতার চূড়ান্ত মান**। আর ঈশ্বর এই (ন্যায়বিচার) বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ায়, তিনি মানুষের প্রতি তাদের আচরণে অনুসারে ব্যবহার করতে বাধ্য। তাই, তিনি তাদের পাপের বিচার করে থাকেন, তথা শাস্তি দিয়ে থাকেন। কারণ তাদের পাপ দেখেও তিনি যদি তাদের শাস্তি না দিতেন, তাহলে তিনি ন্যায়বিচারক *(just)* থাকতে পারতেন না। এই কারণেই রোমীয় ৩:২৫-২৬ পদে, আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে যীশু খ্রীস্টকে পৃথিবীতে প্রেরণ করাকে পৌল ঈশ্বরের ধার্মিকতার প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছে। তাই, খ্রীস্ট যখন আমাদের পাপের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তখন একদিকে খ্রীস্ট যেমন আমাদের পাপ ক্ষমা করেছেন, তখন অন্যদিকে, ঈশ্বর তাঁর নিজের ন্যায়বিচার রক্ষা করেছেন।

এলির পরিবারের প্রতি ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের শাস্তি ঘোষণা করার জন্য ***"ঈশ্বরের একজন লোককে"*** এলির কাছে প্রেরণ করা হয়। পুরাতন নিয়মের ইতিহাস পুস্তকগুলিতে ঈশ্বরের লোক বলতে সাধারণত ভাববাদীকে নির্দেশ করা হয়েছে; কিন্তু বিচারকর্তৃগণ পুস্তকে এর দ্বারা ঈশ্বরের দূতকে নির্দেশ করা হয়েছে (১৩:৬, ৮); এবং ২বিবরণ ৩৩:১ ও যিহোশূয় ১:৬ পদে, এর দ্বারা মোশিকে নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে এই কথার দ্বারা ঈশ্বরের একজন ভাববাদীকেই নির্দেশ করা হয়েছে। তার নাম যদিও আমাদের বলা হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরের মুখপাত্র হয়ে সে এলির কাছে ঈশ্বরের বিচার ঘোষণা করতে এসেছে। এখন, এলির মধ্যে বিবেক বা সৎসংবেদকে *(conscience)* জাগরিত করার জন্য একদিকে যখন ২৭-২৮ পদে, তার পিতৃকুলকে (হারোণের কুলকে) যাজকরূপে মনোনয়নের পেছনে **ঈশ্বরের অনুগ্রহকে** নির্দেশ করা হয়েছে; তখন অন্যদিকে, ২৯ পদে, এলির পুত্রদের দ্বারা সেই **যাজকত্বের অবমাননার** কথা বলা হয়েছে। তারপর ৩০ পদে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা ঈশ্বরকে তুচ্ছ করে, তাদের প্রতি চরম অসম্মান আসতে চলেছে: এলির বংশের শক্তি ধ্বংস পাবে, যখন অল্প বয়সেই তার কুলের সন্তানদের মৃত্যু হবে (৩১-৩৪ পদ)। কিন্তু প্রভু একজন বিশ্বস্ত যাজককে উৎপন্ন করবেন, সে সর্বদা প্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তির সামনে গমানাগমন করবে, এবং এলির বংশের অবশিষ্টরা খাদ্যের জন্য তার কাছে বিনয় করবে (৩৫-৩৬ পদ)। ঈশ্বরের একজন লোকের দ্বারা এলির কাছে এই যে কথা ঘোষিত হয়েছিল, তা উপলব্ধি করতে হলে, এই কথার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

১বংশাবলি ২৪:১-৩ পদে (৬ অধ্যায়েও) আমরা পাই যে, মোশির ভাই হারোণের (লেবি- কহাত-অম্রাম, ১বংশা ২৩:৬, ১২-১৩) ৪ পুত্র ছিল: নাদব, অবীহূ, ইলিয়াসর ও ঈথামর। ইলিয়াসরের বংশজাত ছিল **সাদোক** যাজক এবং ঈথামরের বংশজাত ছিল **অহীমেলক** যাজক। এখন, **১শমূয়েল** ১৪:৩ পদানুসারে, **এলির** পুত্র হল **পীনহস**, পীনহসের পুত্র হল **অহীটূব**। আবার **১শমূয়েল** ২২:২০ ও ২৩:৬ পদানুসারে, অহীটূবের পুত্র **অহীমেলক**, এবং অহীমেলকের পুত্র **অবিয়াথর**। শৌলের কাছ থেকে পলাতক দাউদ ও তার সঙ্গীদের দর্শনরুটি খাওয়ানো ও দাউদেকে অস্ত্র দেবার কারণে শৌল অহীমেলক যাজকের উপর চটে যায় (১শমূয়েল ২১:১-৬); এবং শৌলের আদেশে অহীমেলকসহ ৮৫ জন যাজককে এদোমীয় দোয়েগের দ্বারা হত্যা করা হয় (১শমূ ২২:১৬-১৯)। সেইসময় একমাত্র অহীমেলকের পুত্র

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

অবিয়াথর রক্ষা পায় ও দাউদের কাছে আশ্রয় নেয় (১শমূ ২২:২০-২০-২১; ২৩:৬)। রাজা দাউদের সময় এলির বংশধর এই **অবিয়াথরের** সঙ্গে ইলিয়াসরের বংশজাত **সাদোক** যাজক ছিল (২শমূয়েল ৮:১৭; ২০:২৫)। কিন্তু দাউদের মৃত্যুর পর **অবিয়াথরকে** শলোমন যাজকের পরিচর্যা থেকে পদচ্যুত করে ও অনাথোতে নির্বাসিত করে (১রাজা ২:২৬)। এখন শমেলামনের দ্বারা এইভাবে এলির বংশধর অবিয়াথরকে পদচ্যুত ও নির্বাসিত করাকে রাজাবলির লেখক এলির প্রতি সদাপ্রভুর বাক্যের (১শমূয়েল ২:৩০-৩১) পূর্ণতা বলে বর্ণনা করেছে, *"এইরূপে, শলোমন অবিয়াথরকে সদাপ্রভুর পদ থেকে দূর করে দিল; এতে সদাপ্রভুর বাক্য – শীলোতে এলির কুলের বিপক্ষে তিনি যা বলেছিলেন – তা সিদ্ধ হল"* (১রাজা ২:২৭)। অন্যদিকে, ১শমূয়েল ২:৩৫ পদে সদাপ্রভু যে বিশ্বস্ত যাজককে উৎপন্ন করার কথা বলেছিলেন, তা শলোমনের দ্বারা সাদোককে যাজক করা ও কেবল তার বংশধরদের এই পদের জন্য যোগ্য করার দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল (১রাজা ২:৩৫)। অন্যদিকে, এলির মৃত্যুর পর দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রধান-যাজকত্বের তাৎপর্য হারিয়ে গেছিল; পরিবর্তে, ইস্রায়েলের সমস্ত মানুষের দৃষ্টি শমূয়েলের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল, যাকে ঈশ্বর তাঁর বাক্য প্রজাদের কাছে পৌঁছে দেবার ভাববাদী হিসাবে ও তাঁর প্রজাদের উদ্ধারকারী হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।

১বংশা ২৩:৬		লেবি	
..		কহাৎ	
১বংশা ২৩:১২		অম্রাম	
১বংশা ২৩:১৩		**হারোণ**	
১বংশা ২৪:২	**ঈথামর**		**ইলিয়াসর**
	১শমূ ১৪:৩	**এলি**	
	.. ..	পীনহস	
	.. ..	অহীটূব	
	১শমূ ২২:২০	**অহীমেলক**	
১বংশা ২৪:৩		**অহীমেলক**	**সাদোক**
১শমূ ২২:২০ (২৩:৬)		**অবিয়াথর**	

২৭ পদে এলির বিবেককে জাগরিত করতে ঈশ্বর তার পরিবারের মনোনয়নকে তাঁর অনুগ্রহের প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন, *"... যে সময়ে তোমার পিতার কুল মিসরে ফরৌণ-কুলের অধীন ছিল, তখন আমি প্রত্যক্ষরূপে তাদের দর্শন দিয়েছিলাম।"* এখানে এলির "পিতার কুল" বলতে **হারোণকে** নির্দেশ করা হয়েছে, যার পুত্র **ঈথামর** থেকে **এলি** এসেছিল। ঈশ্বর হারোণকে ফরৌণের সামনে মোশির মুখপাত্র হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন (যাত্রা ৪:১৪-১৫, ২৭), এবং যাজকত্বের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহে তাদের প্রতি এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

২৮ পদে, **হারোণ ও তার বংশধরদের** প্রতি ঈশ্বরের আরও অনুগ্রহ প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের মধ্যে কেবল তাদেরকে ঈশ্বর তাঁর যাজক হবার জন্য মনোনীত করেছিলেন, যারা (১) যজ্ঞবেদিতে বলি উৎসর্গ করত ও (২) ধূপ জ্বালাত, ও (৩) ঈশ্বরের সামনে এফোদ পরিধান করত। পবিত্রস্থানে ঈশ্বর আরাধনার একটি অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল ধূপ জ্বালানো; এবং মহাপবিত্র স্থানে সদাপ্রভুর সামনে সমগ্র ইস্রায়েলকে উপস্থাপিত করার জন্য একমাত্র মহাযাজক এফোদ পরিধান করে প্রবেশ করার ক্ষমতার অধিকারী ছিল (যাত্রা ২৮:১২)। তাদের প্রতি সদাপ্রভুর আরও একটি অনুগ্রহের কথা ২৮ পদের শেষে বলা হয়েছে, *"ইস্রায়েল সন্তানদের অগ্নিকৃত সমস্ত উপহার (লেবীয় ১:৯) তোমার পিতৃকুলকে দিয়েছিলাম।"* ২বিবরণ ১৮:১ পদে বলা হয়েছে, *"লেবির যাজকরা, লেবির সমস্ত বংশ, ইস্রায়েলের সঙ্গে কোনও অংশ কি অধিকার পাবে না, তারা সদাপ্রভুর অগ্নিকৃত উপহার ও তাঁর অধিকৃত বস্তু ভোগ করবে।"*

এখন, ঈশ্বর যেখানে হারোণ ও তার সন্তানদের প্রতি এতো অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন (যাজকত্বের দায়িত্ব ও জীবনোপায়ের সংস্থান), সেখানে এলির সন্তানদের অপরাধের পক্ষে কোনও অজুহাতই যথেষ্ট ছিল না। ঈশ্বর তাদের সম্বন্ধে বলছেন, *"আমি আমার নিবাসে যা উৎসর্গ করতে আজ্ঞা করেছি, আমার সেই বলি ও নৈবেদ্যের উপরে তোমরা কেন পদাঘাত করছ?* (২৯ পদ)। এখানে, *"আমার নিবাস"* বলতে শীলোর আবাসতাম্বুকে নির্দেশ করা হয়েছে। কেবল হফ্‌নি ও পীনহস ঈশ্বরের বলি ও নৈবেদ্যকে অগ্রাহ্য করেনি,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

এলিও সেই অপরাধে অপরাধী; কারণ যাজকত্বের এই অবমাননার প্রতি উপযুক্ত প্রতিবাদ না করে, সে তা সহ্য করেছে। তাই, ২৯ পদের শেষাংশে, এলিকে সরাসরি তিরস্কার করা হয়েছে: *"তুমি কেন আমার থেকে নিজের পুত্রদের বেশি গৌরবান্বিত করছ?"* সমস্ত নৈবেদ্যের অগ্রিমাংশকে (প্রথম ফল) যেহেতু শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা হত, তাই সদাপ্রভুর জাতি হিসাবে তা ছিল সদাপ্রভুর প্রাপ্য; কিন্তু এলির সন্তানরা, যারা সদাপ্রভুকে জানত না (১২ পদ) এবং যারা তাদের পিতার কথায় কান দিত না (২৫ পদ), তারা সেই সমস্ত বলির উত্তম ও শ্রেষ্ঠ অংশ নিজেরা নিয়েছিল (১৫-১৬ পদ)। এইভাবে, তারা সদাপ্রভুর বলি ও নৈবেদ্যের উপরে পদাঘাত করেছে।

আজ আমরা যখন আমাদের জীবনের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহকে চিন্তা করি, আমরা উপলব্ধি করি যে, তিনি তাঁর অনুগ্রহে আমাদেরকে তাঁর সন্তান করেছেন, আমাদের সমস্ত প্রয়োজন তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে যুগিয়ে চলেছেন। কিন্তু আমরা এলির সন্তানদের ন্যায়, তাতে সন্তুষ্ট নই, আমরা আমাদের অধিকারের বাইরের বিষয়কেও ভোগ করতে চাইছি, আমরা তাঁর অধিকারে হাত দিচ্ছি। দশমাংশে ও উপহারে আমরা তাঁকে ঠকিয়ে চলেছি (মালাখি ৩:৮)। আমাদের জীবনের প্রথম অংশ বা শ্রেষ্ঠ অংশ হল তাঁর অধিকার; কিন্তু আমরা তা নিজেরা ভোগ করে চলেছি।

এইভাবে এলি ও তার সন্তানরা যখন যাজকত্বের অবমাননা করেছে, তখন এলির পরিবারের প্রতি দত্ত বিশেষ দায়িত্বকে ঈশ্বর কেড়ে নিবার কথা বলেছেন: *"আমি নিশ্চয় বলেছিলাম, তোমার কুল ও তোমার পিতৃকুল যুগে যুগে আমার সামনে গমানাগমন করবে, কিন্তু এখন সদাপ্রভু বলেন, তা আমার থেকে দূরে থাকুক।"* যাত্রা ২৯:৯ পদে ঈশ্বর হারোণ ও তার পুত্রদের প্রতি প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, *"হারোণকে ও তার পুত্রদের কটিবন্ধন পরাবে, ও তাদের মাথায় শিরোভূষণ বেঁধে দেবে; তাতে যাজকত্ব পদে তাদের চিরস্থায়ী অধিকার হবে।"* আবার, গণনা ২৫:৩ পদে ইলিয়াসের পুত্র পীনহস ঈশ্বরের পক্ষে যে অন্তর্জ্বালা প্রদর্শন করেছিল, সেই কারণে ঈশ্বর তাদের প্রতি এই প্রতিজ্ঞার নবীকরণ করেছিলেন। এখন ঈশ্বর যেহেতু এই প্রতিজ্ঞা হারোণ ও তার পুত্রদের প্রতি করেছিলেন, সেইহেতু এলি ও তার পুত্রদের থেকে (**ঈথামরের** বংশধরদের থেকে) এই প্রতিজ্ঞার চিরস্থায়িত্ব দূরে সরে গেলেও, হারোণের পুত্রদের থেকে তা কিন্তু দূরে সরে যায়নি; কারণ **ইলিয়াসরের** বংশজাত **সাদোকের** দ্বারা তা এগিয়ে গেছিল। হ্যাঁ, ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞার পরিবর্তন করেন না; কিন্তু আমরা যেন তা জেনে, তাকে অবধারিত জ্ঞান করে *(take it for granted)*, তার অপব্যবহারের সুযোগ না নিই। এলির পুত্ররাও ভেবে থাকতে পারত, ঈশ্বর তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে চিরস্থায়ী নিয়ম করেছেন, যাজকত্ব কেবল তাদের অধিকার, তা কখনও হাতছাড়া হবে না। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর **ন্যায়বিচারের** দ্বারা একদিকে যেমন তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন, তেমনই অন্যদিকে তাদের সেই ভুল চিন্তার খণ্ডন করেছেন: *কারণ যারা আমাকে গৌরবান্বিত করে, তাদেরকে আমি গৌরবান্বিত করব; কিন্তু যারা আমাকে তুচ্ছ করে, তারা তুচ্ছীকৃত হবে"* (৩০খ)।

এলির পরিবারের প্রতি ঈশ্বরের শাস্তির কথা ৩১ পদে বলা হয়েছে, *"তোমার বাহু ও তোমার পিতৃকুলের বাহু ছেদন করব।"* বাহু ছেদনের অর্থ, কোনও মানুষ বা তার পরিবারের ক্ষমতার অবলুপ্তি (ইয়োব ২৬:২; গীত ৩৭:১৭)। এখন যেহেতু পরিবারের শক্তি তার সদস্যদের দীর্ঘায়ুর দ্বারা প্রকাশিত হয়; সেইহেতু এলির কুলে *একটি বৃদ্ধও থাকবে না*। ৩২ পদে আরও বলা হয়েছে, *তুমি আমার নিবাসের সঙ্কট দেখবে*। এর অর্থ, ঈশ্বরের নিবাস, তথা আবাসতাম্বুর ক্রমশ সঙ্কট বা অবক্ষয় এলি ও তার পরিবারের পরবর্তী প্রধান-যাজকরা দেখবে। কারণ এলির সময় প্রধান-যাজককে মূলত আবাসতাম্বুর রক্ষক জ্ঞান করা হত। এলির মৃত্যুর পূর্বেই এই কথা পূর্ণতা লাভ করতে শুরু করেছিল, যখন পলেষ্টীয়রা নিয়ম-সিন্দুক হস্তগত করেছিল (১শমূ ৪:১১); শমূয়েলের সময়ও সেই নিয়ম-সিন্দুক আবাসতাম্বুতে ফেরানো সম্ভব হয়নি; আবার শীলো থেকে আবাসতাম্বু নোবে স্থানান্তরিত হয়েছিল;এবং শৌলের দ্বারা ৮৫ জন্য যাজককে বধ করার পর তা নোব থেকে গিবিয়োনে স্থানান্তরিত হয়েছিল (১শমূ ২২:১১-২৩)। ৩৩ পদে যে একজনের রক্ষা পাবার কথা বলা হয়েছে *(ছেদন করিব না)*, তার দ্বারা ধরা যেতে পারে যে, অবিয়াথরকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

নির্দেশ করা হয়েছে, এলির বংশধর হিসাবে যে কেবল একা শৌলের সেই যাজক-হত্যা থেকে রক্ষা পেয়েছিল (১শমূ ২২:২০-২৩); সে যদিও দাউদের সময় সাদোকের সঙ্গে যাজকত্বের কাজ করেছিল, কিন্তু শলোমন তাকে পদচ্যুত করেছিল ও অনাথোতে নির্বাসিত করেছিল (১রাজা ২:২৬-২৭)। ৩৪ পদে, হফ্‌নি ও পীনহসের একইদিনে মৃত্যুকে এলির কুলের প্রতি সদাপ্রভুর শাস্তির চিহ্ন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ১শমূয়েল ৪:১১ পদে এই কথার পূর্ণতা আমরা দেখতে পাই।

এইভাবে, একদিকে যখন ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের ফলস্বরূপ এলির কুলের প্রতি ঈশ্বরের শাস্তিকে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন ৩৫-৩৬ পদে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের পাশাপাশি নিজের প্রতিজ্ঞার প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততাকে তুলে ধরা হয়েছে। ৩৫ পদে সদাপ্রভুর প্রতি একজন বিশ্বস্ত যাজকের কথা বলা হয়েছে, *"আমি আমার জন্য এক বিশ্বস্ত যাজককে উৎপন্ন করব, সে আমার হৃদয়ের ও মনের মতো কাজ করবে; আর আমি তার এক স্থায়ী কুল প্রতিষ্ঠিত করব; সে সর্বদা আমার অভিষিক্ত ব্যক্তির সামনে গমনাগমন করবে।"* এই কথার দ্বারা শমূয়েলকে নয় কিন্তু নিঃসন্দেহে সাদোকের যাজকত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে লেবীয়দের থেকে পৃথক সাদোকীয়রা জেরুশালেমে যাজক হিসাবে সর্বোচ্চ সম্মান ভোগ করেছে। সাদোকের কুলের বংশধররা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা পূর্ণ করতে আগ্রহী হবে। ৩৬ পদে প্রভু এলিকে আরও বলেছেন যে, *"তোমার কুলের মধ্যে অবশিষ্ট প্রত্যেক জন এক রৌপমুদ্রা ও এক খণ্ড রুটির জন্য তার কাছে প্রণিপাত করতে আসবে, আর বলবে, বিনয় করি, আমি যাতে এক খণ্ড রুটি পাই, সে জন্য একটি যাজকের পদে আমাকে নিযুক্ত কর।"* এলির বংশধর হিসাবে **অবিয়াথর** যেহেতু শলোমনের দ্বারা অনাথোতে নির্বাসিত হয়েছিল, মারা পড়েনি, তাহলে এখানে কি তার কথা বলা হয়েছে? যাইহোক এই কথার অর্থকে সাধারণভাবে ২বিবরণ ১৮:৬-৮ এবং ২রাজা ২৩:৯ পদের প্রেক্ষিতে, **লেবীয়দের** নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

কিন্তু গভীর অর্থে, ৩৫-৩৬ পদে যে *বিশ্বস্ত যাজকের* কথা বলা হয়েছে, তা শমূয়েল বা সাদোক কারুর প্রতিই প্রযোজ্য নয়। কারণ শমূয়েলের বংশধররাও তাদের পিতা শমূয়েলের যাজকত্বকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল (১শমূয়েল ৮:১-৩), তাই তাকে **স্থায়ী কুল** হিসাবে চিন্তা করা সম্ভব নয়। আবার, সাদোক একার দ্বারা মহাযাজকত্ব তার বংশধরদের প্রতি প্রবাহিত হলেও, তাতে স্থায়ী কুল কিম্বা এই প্রতিজ্ঞার চূড়ান্ত পূর্ণতা চিন্তা করা কঠিন। পরিবর্তে, আমরা যিহিষ্কেলের নতুন মন্দিরের দর্শনের মধ্যে দেখতে পাই, যেখানে সাদোকের সন্তানদের যাজক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা যেহেতু ইস্রায়েলের অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে পাপ করেনি, সেইহেতু, এই দর্শনে বর্ণিত ঈশ্বরের রাজ্যের নতুন সংগঠনে তাঁর সেবা করার দায়িত্ব পেয়েছে (যিহিষ্কেল ৪০:৪৬; ৪৩:১৯; ৪৪:১৫; ৪৮:১১)। কিন্তু এই দর্শনের পূর্ণতা খ্রীস্ট ও তাঁর রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগের দ্বারা সাধিত হয়েছে। আবার, ১ শমূ ২:৩৫ পদে যে *"সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তির সামনে গমনাগমনের"* কথা বলা হয়েছে, সেই অভিষিকক্ত ব্যক্তি শলোমন নয়, কিন্তু দাউদ হওয়ায়; এখানে এই কথার চূড়ান্ত পূর্ণতার অর্থে দাউদ সন্তান, তথা খ্রীস্টকেই নির্দেশ করা হয়েছে, যাঁর রাজত্ব অনন্তকাল স্থায়ী, যিনি মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে অনন্তকালীন যাজক (ইব্রীয় ৭:১৭; গীত ১১০:৪)।

এইভাবে **ঈশ্বরের ন্যায়বিচার** একদিকে যখন এলির পরিবারের পাপের প্রতি **যথার্থ শাস্তি** প্রদান করেছে; ঠিক একইভাবে ঈশ্বরের অনন্ত পরিকল্পনায় আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাঁর একমাত্র পুত্র যীশু খ্রীস্টকে আমাদের **বিশ্বস্ত মহাযাজক** হিসাবে প্রেরণ করতে পথ প্রস্তুত করেছে। হ্যাঁ, ঈশ্বর এলির পরিবারের যাজকত্বের পরিবর্তে যীশু খ্রীস্টেতে অনন্ত যাজকত্ব সাধন করেছেন। তাঁর দ্বারাই মহাযাজকের কাজ চূড়ান্তভাবে পালিত হয়েছে। তিনি আমাদের পাপের নিমিত্ত কোনও মেষ বা পশু নয়, কিন্তু নিজেকেই উৎসর্গীকৃত করেছেন, চিরকালের জন্য একবারের বলি উৎসর্গ করেছেন। কেবল তাঁতে বিশ্বাসেই আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা পেয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছি। তিনিই আমাদের অন্তকালীন যাজক। তাই আসুন, আমরা তাঁর কাছে প্রণত হই ও তাঁর সেবা করি!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com